রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

“জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক”

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, মার্চ ১৫, ২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০১ চৈত্র ১৪২৭/ ১৫ মার্চ ২০২১

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.২১.০৭০—মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ও বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব এইচ. টি. ইমাম গত ০৪ মার্চ ২০২১ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি .... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।

২। জনাব এইচ. টি. ইমাম-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, মরহুমের রূহের মাগফিরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২৪ ফাল্গুন ১৪২৭/০৯ মার্চ ২০২১ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা : ২৪ ফাল্গুন ১৪২৭ / ০৯ মার্চ ০২১

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ও বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব এইচ. টি. ইমাম গত ০৪ মার্চ ২০২১ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।

জনাব এইচ. টি. ইমাম ১৯৩৯ সালে টাঙ্গাইল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। এইচ. টি. ইমাম নামে সর্বাধিক পরিচিত হলেও তাঁর পুরো নাম হোসেন তৌফিক ইমাম। তিনি ঢাকা কলেজিয়েট হাইস্কুল হতে ম্যাট্রিকুলেশন এবং পাবনা এ্যাডওয়ার্ড কলেজ হতে আই. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি রাজশাহী কলেজ হতে অর্থনীতিতে স্নাতক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৮ সালে তিনি লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স থেকে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা অর্জন করেন।

বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনের অধিকারী জনাব এইচ. টি. ইমাম রাজশাহী সরকারি কলেজের অর্থনীতি বিভাগে প্রভাষক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি ১৯৬১ সালে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন। তিনি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের মাঠপ্রশাসন ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ পদে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব এইচ. টি. ইমাম ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল এবং বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রদর্শনের প্রতিও ছিল তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন। তাই ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তান সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা অবস্থায় পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য ত্যাগ করে মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রিপরিষদ সচিব পদে যোগদান করেন। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম মন্ত্রিপরিষদ সচিব হিসাবে ১৯৭১ সালের ১৬ জুলাই থেকে ১৯৭৫ সালের ২৬ আগস্ট পর্যন্ত অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে কাজ করেন। মন্ত্রিপরিষদ সচিব হিসাবে জনাব এইচ. টি. ইমাম স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশ সরকারের সিভিল প্রশাসন পুনর্গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর বঙ্গবন্ধুর খুনিচক্র তাঁকে বরখাস্ত করে কারাগারে পাঠায় এবং ১৯৭৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি কারারুদ্ধ ছিলেন। জনাব এইচ. টি. ইমাম সরকারি চাকুরি থেকে অবসর নিয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন।

জনাব এইচ. টি. ইমাম বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি নবম, দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত কমিটির কো-চেয়ারম্যান হিসাবে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন এবং তাঁর দলকে বিজয়ী করতে কার্যকর ভূমিকা পালন করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জনের মাধ্যমে বিজয়ী হওয়ার পর সরকার গঠন করলে জনাব এইচ. টি. ইমাম প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রশাসন বিষয়ক উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। তিনি ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা হিসাবে নিযুক্ত হয়ে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থেকে নিজ যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

তিনি একজন সুবক্তা ও সুলেখক ছিলেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ওপর তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ রয়েছে। যার মধ্যে 'বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১' এবং 'স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধু প্রাসঙ্গিক ভাবনা' উল্লেখযোগ্য।

ব্যক্তিজীবনে জনাব এইচ. টি. ইমাম ছিলেন অমায়িক, বন্ধুবৎসল, সহমর্মী, সমাজ ও রাজনীতি সচেতন একজন দেশপ্রেমিক। তিনি আমৃত্যু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখার জন্য কাজ করে গেছেন। তাঁর দেশপ্রেম ও কর্তব্যপরায়ণতার জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। জনাব এইচ. টি. ইমাম-এর মৃত্যুতে দেশ একজন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের অগ্রদূতকে হারাল।

মন্ত্রিসভা জনাব এইচ. টি. ইমাম-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd